যুগান্তর
তারিখ ... 08-SEP-2008 —
পৃষ্ঠা - ৩ - কলাম - ৩

# দেশে সাক্ষরতার হার কত কারও কাছে সঠিক হিসাব নেই

মুসতাক আহমদ

দেশে বর্তমানে সাক্ষরতার হার কত— এ নিয়ে সরকারি মহল বা এনজিও কারও কাছে কোন সঠিক তথ্য নেই। কয়েক বছর আগে অবশ্য সরকার-এনজিও পর্যায়ে এ নিয়ে বড় রকমের মতদ্বৈধতা সৃষ্টি হয়েছিল। সেটা ২০০২ সালের ঘটনা। এনজিও সংগঠন গণসাক্ষরতা অভিযান (ক্যাম্পে) তখন সরকারি তথ্যকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। এরপর ক্যাম্পে বা সরকার কেউই এ নিয়ে আর কোন তথ্য প্রকাশ করেনি। তখনকার সরকারি হিসাবে দেশে সাক্ষরতার হার ৬৫ আর এডুকেশন ওয়াচের গবেষণা মতে ছিল ৪১ ভাগ। এ অবস্থার মধ্যেই বছর ঘুরে আজ পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। দিবসটি উপলক্ষে ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন কাল ব্যানবেইসে অবস্থিত কার্যালয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরীসহ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন।

সূত্র জানায়, দেশে সাক্ষরতার হার নিরূপণ নিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন যৌথভাবে কাজ করছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে তাদের কাজ শেষ হবে। আর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আগামী তিন বছরের মধ্যে এ হার ৮০ ভাগে উন্নীত করার যেগা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এ ব্যাপারে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি চূড়ান্ত হওয়ার পর্যায়ে রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। মন্ত্রণালয়ের এ সর্বশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী শতভাগ শিশুকে স্কুলে হাজির, স্কুলেই শিশুদের মধ্যাহ্ন আহার, লেখাপড়াকে কর্মমুখীভিত্তিক (যাতে অভিভাবকরা সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে আগ্রহী হয়), ঝরেপড়া হ্রাস ও ঝরেপড়াদের স্কুলে পুনর্ভর্তি, ৬০ উপজেলায় কেন্দ্র নির্মাণ, নতুন ৩৫ হাজার শিক্ষক ও এক হাজার উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার নিয়োগসহ নানা পরিকল্পনা রয়েছে। সূত্র জানায়, এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের পাশাপাশি প্রকল্পটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইউনেস্কো ও বিবিএস বর্তমানে 'খানা জরিপ' চালিয়ে সাক্ষরতার হার নিরূপণ করার কাজ করছে। সূত্র

**সাক্ষরতার হার নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত থাকায় জনমনে বড় রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও বিভ্রান্তি রয়েছে**

কত : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৬

## কত : সঠিক হিসাব

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

মতে, ৮ সেপ্টেম্বর সাক্ষরতা দিবসকে সামনে রেখে কার্যক্রম শুরু করলেও তা শেষ হয়নি। আগামী দু'একমাসের মধ্যে তথ্য প্রকাশ সম্ভব হবে বলে কমিটির একজন দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে।

সাক্ষরতার হার নিয়ে এই ভিন্ন ভিন্ন মত থাকায় জনমনে বড় রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও বিভ্রান্তি রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ব্যানবেইসের সংগৃহীত পরিসংখ্যান মতে, ১৯৯০ সালে সাক্ষরতার হার ছিল ৩৫ ভাগ। সরকারি প্রচেষ্টায় অবস্থার ক্রমোন্নতি হতে থাকায় ১৯৯৫ সালে ৪৭ ভাগ, ২০০০ সালে ৬৪ ভাগ এবং ২০০২ সালে সাক্ষরতার হার শতকরা ৬৫ ভাগে উন্নীত হয়। সংশ্লিষ্ট সূত্রে বলা হয়েছে, গত ১৪ বছরে সাক্ষরতার হার উন্নয়নে সরকারের সাফল্য ২০ ভাগ। অন্যদিকে এনজিও এডুকেশন ওয়াচের সমীক্ষা মতে, বর্তমানে দেশে সাক্ষরতার হার মাত্র ৪০ ভাগ। অর্থাৎ ১৪ বছরে ৪ ভাগ সাফল্য এসেছে।

এনজিও সংগঠন ক্যাম্পে সারাদেশে প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষা এবং সাক্ষরতা বিষয় নিয়ে নানা গবেষণামূলক কাজ করে থাকে। ক্যাম্পের কার্যক্রম ব্যবস্থাপক কেএম এনামুল হক জানান, সাক্ষরতার বিষয়টি নিয়ে বেশি টানাহেঁচড়া হচ্ছে। এ কারণে তারা আগামীবছর থেকে নিয়মিত 'লিটারেসি টেস্ট' (সাক্ষরতা হার নিরূপণ) করবেন। তিনি জানান, আন্তর্জাতিক সাহায্যদাতা প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো এনজিওদের সংগৃহীত ৪০ ভাগ সাক্ষরতার হারকে অনুমোদন দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে সরকার দীর্ঘমেয়াদি পিআরএসপি কৌশলপত্র বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। এ কৌশলপত্রের মূল ভিত্তি হিসেবে সাক্ষরতা হারের সঠিক তথ্য সংযোজন করা বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় গোড়ায় গলদ ঢাকতে গিয়ে মাঠ পর্যায়ে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসবে না। পিআরএসপি কৌশলপত্রের লক্ষ্য মতে, আগামী সাত বছরের মধ্যে দেশের ৮ কোটি নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর করে তুলতে যে বিশাল কর্মকাণ্ড গড়ে তোলা প্রয়োজন, তা ভাবনা-চিন্তায় সরকারের একটি টাস্কফোর্স সক্রিয় কাজ করছে বলে জানা গেছে।

জানা যায়, সরকার এবং বিভিন্ন এনজিও বয়স্ক শিক্ষা ও সাক্ষরতা অভিযানে কাগজ-কলমে বিপুল অর্থ ব্যয় করছে। তবে এ কাজে বড় সমস্যা হল— ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যাচ্ছে না। আজ যাকে সাক্ষর বলে গণ্য করা হয়— চর্চা না থাকায় ক'দিন পরই সে তা ভুলে যায়। এছাড়া দারিদ্র্যে পোড়া মানুষগুলোকে জীবনধারণের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা খরচ জোগাতে যাদের দিনরাত প্রাণান্তকর পরিশ্রম করতে হয়, তাদের ধরে এনে কয়েক ঘণ্টা পাঠদান মোটেই সহজসাধ্য কাজ নয়। ক্যাম্পের কার্যক্রম ব্যবস্থাপক কেএম এনামুল হক যুগান্তরকে বলেন, প্রকৃত সাক্ষরজ্ঞান বলতে হলে একজনকে কমপক্ষে নবম-দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়তে হবে। অন্যথায় সাক্ষরজ্ঞান মানুষের বৈশিষ্ট্য অর্জিত হবে না। আর এখনও প্রাথমিকে ৪৮ ভাগ এবং মাধ্যমিকে ৮০ ভাগ শিক্ষার্থী ড্রপআউটই করে। সেখানে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির তো প্রশ্নই ওঠে না। এই হার অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনাই বেশি বলে জানান তিনি।

সাক্ষরতা দিবসকে সামনে রেখে রোববার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে কোয়ালিশন অব লোকাল এনজিওস বাংলাদেশ (সিএলএনবি)। এতে তারা জাতীয়ভাবে নিরক্ষরমুক্ত অভিযান কার্যকর, আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা চালু ও বর্ণমালা প্রবর্তন (প্রয়োজনে), আদিবাসী জনবহুল অঞ্চলে ৫০ ভাগ আদিবাসী শিক্ষক নিয়োগসহ ৭ দফা দাবি উত্থাপন করা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন আদিবাসী নেতা নবীন পাহান। এ সময় সৈয়দ সাইদুর রহমান, প্রশান্তিন সরকার, মহাসিনুল কবীর, সামছুল আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।